দৈনিক বাংলা

24

তারিখ 11 MAR 1989
পৃষ্ঠা ... কলাম 2

22

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

চাঁদপুরে কিশোরী খুনের অপরাধে ৪ ব্যক্তির মৃত্যুদন্ড

কুমিল্লায় সহপাঠি হত্যার দায়ে ৮ জন ছাত্রের যাবজ্জীবন

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

কুমিল্লা, ৯ই মার্চ।—কুমিল্লা হাইস্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র ওমর ফারুক চৌধুরী (মানিক) হত্যা মামলার রায়ে জেলা ও দায়রা জজ জনাব মোঃ হাবিবুল্লাহ নিহতের ৮ জন সহপাঠি ও বন্ধুকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন। এছাড়া প্রত্যেককে ২ হাজার টাকা করে জরিমানা অনাদায়ে আরো ৩ মাস সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়।

গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী এই রায় প্রদান করা হয়। দন্ড প্রাপ্তরা সবাই নিহত মানিকের সহপাঠি। সাজাপ্রাপ্ত ৮ জনের মধ্যে ৩ জন ফেরার রয়েছে। তাদের অনুপস্থিতিতেই বিচার হয়।

মামলার বিবরণে বলা হয়েছে। ওমর ফারুক চৌধুরী কুমিল্লা হাই স্কুলের ছাত্র ছিল। তার পিতা লক্ষ্মীপুর জেলায় কর্মরত একজন ম্যাজিস্ট্রেট। ১৯৮৮ সালের ২০শে জুন সকাল ১০টায় কুমিল্লা শহরের ঈদগাহের কাছে ওমর ফারুক তার সহপাঠিদের ছুরিকাঘাতে নিহত হয়। পূর্ব শত্রুতার দরুণ তার ৮ জন সহপাঠি তাকে স্কুল থেকে এনে হত্যা করে।

৪ জনের মৃত্যুদন্ড

আমাদের চাঁদপুর সংবাদদাতা জানিয়েছেন চাঁদপুরের জেলা ও দায়রা জজ জনাব আজিজুল হক কচুয়া উপজেলার নাওপুর গ্রামের কিশোরী শাহিদাকে হত্যার দায়ে ৪ ব্যক্তিকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করেছেন।

মামলার বিবরণ হচ্ছে ৮৬ সালের ১১ই জুন আসামীরা জমি সংক্রান্ত বিরোধ কেন্দ্র করে সাহিদার পিতা জনাব আব্দুল লতিফকে হত্যার পরিকল্পনা করে। কিশোরী বকুল এব্যাপারে পূর্বাহ্নে তার বাবাকে সতর্ক করে দেয়। আসামীরা ক্ষুব্ধ হয়ে দিন দুপুরে বকুলকে গলা কেটে হত্যা করে।

এই মামলায় ১ জনকে খালাস দেয়া হয়।

অপর এক সংবাদে বলা হয়েছে। একই জেলা ও দায়রা জজ জনাব আজিজুলহক একটি হত্যা মামলায় জামাল হোসেন নামক অপর এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করেছেন।

মামলার বিবরণ হচ্ছে ৮৬ সালের ১১ই জুন জামাল হোসেন কচুয়া উপজেলার আলিয়ারা গ্রামের আব্দুল কাদেরের পুকুরে মাছ ধরতে যায়। আব্দুল কাদের বাধা দেয়। তাতে জামাল হোসেন টেটা দিয়ে কাদেরকে আঘাত করে। কাদের ঘটনাস্থলে মারা যায়। এই মামলার অপর দুজন আসামীকে খালাস দেয়া হয়েছে।

স্ত্রী হত্যার দায়ে যাবজ্জীবন

আমাদের হবিগঞ্জ সংবাদদাতা জানিয়েছেন জেলা ও দায়রা জজ জনাব এম এ মজিদ স্ত্রী হত্যার দায়ে এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করেছেন।

মামলার বিবরণ হচ্ছে গত বছর ২৮শে ফেব্রুয়ারী হবিগঞ্জে সদর উপজেলার লকড়া গ্রামের রমতা খাতুন গভীর রাতে মাথায় আঘাত জনিত কারণে মারা যায়। সে তার স্বামীসহ ঘুমোচ্ছিলো।

তার পিতা মামলা দায়ের করেন। বিচারে স্বামী আব্দুল মতলিবকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করা হয়।